দৈনিক ইত্তেফাক

NOV. 15 2001

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

হোপ সেন্টারে প্রশিক্ষণরত একদল তরুণ ও কিশোর —ইত্তেফাক

তারুণ্য

বেকারত্ব ঘোচাতে কারিগরি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে

রেজানুর রহমান ॥ কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতি তরুণ-তরুণীদের আগ্রহ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারী চাকরির অপ্রতুলতার কারণে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তোলার প্রত্যাশায় তরুণ-তরুণীদের অনেকে কারিগরি প্রশিক্ষণকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। ওয়েল্ডিং, ইলেকট্রিকের কাজ, সেলাই, কনফেকশনারী ব্যবসার প্রতিও শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা আগ্রহী হয়ে উঠেছে। শুধুমাত্র ঢাকা নগরীতেই গড়ে উঠেছে ২০টিরও বেশী টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার। ছিন্নমূল শিশু শ্রমিক হতে শুরু করে [illegible] বেকার তরুণ-ছাত্রী [illegible] সময়কাল পুরনো [illegible]

(২য় পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার অভিযোগ অসত্য—অচিরেই একটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই তথ্য তুলে ধরব। [illegible] মতিয়া চৌধুরী বলেন, গ্যাস রপ্তানি সম্পর্কে বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের জন্য ৭০ বছরের জ্বালানির রিজার্ভ রাখতে চায়, আর আমরা ৫০ বছরের রিজার্ভ রাখতে চাইলেই তারা আপত্তি জানাচ্ছে। তিনি বলেন, গ্যাস রপ্তানির প্রশ্নে অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের দৃষ্টিকটু তাড়াহুড়া ভাল লক্ষণ নয়।

সেমিনারে বলা হয়, দেশে বর্তমানে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদ, দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি বিবেচনায় দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত হবে আত্মঘাতী। দেশের বৃহত্তর স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে স্বার্থান্বেষী মহলের চাপে গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তার বিরুদ্ধে কেবল প্রতিবাদ নয়, প্রয়োজনে তা প্রতিহত করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, বাংলাদেশে গ্যাসের মজুদ সম্পর্কে ইউনোকল প্রদত্ত তথ্য কেবল ভুল নয়, বিভ্রান্তিকরও। তারা [illegible] সম্পদ এবং উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদকে সমার্থক বলে চালাবার চেষ্টা করছে। উত্তোলনযোগ্য মজুদ সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণা প্রদান কেবল অশোভন নয়, আন্তর্জাতিক ব্যবসার নিয়ম-নীতির লঙ্ঘনও বটে। প্রবন্ধে বলা হয়, বাংলাদেশে বর্তমানে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদ ১১ দশমিক ১৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট, যা দিয়ে বড়জোর